রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৪ সনের ১২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২০, ২০১৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৭—১৬৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৭১—৩৮৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১—৫২
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৮৭—৫২০
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৭
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

মানবসম্পদ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ পৌষ ১৪২০/১৫ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ১১.০০.০০০০.৮০৩.৪৫.০৬৫.১২-৬৫৬—যেহেতু, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান এর সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম সংক্রান্ত একটি অভিযোগ পাওয়া যায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে তদন্তের জন্য অত্র সচিবালয়ের প্রাক্তন উপ-সচিব (আইপিএ) মরহুম মোঃ আবুল হোসেনকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে অভিযোগের বিষয়ে মতামত প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের (বিপিএসসি) পত্র প্রেরণ করা হয়। বিপিএসসি হতে প্রাপ্ত মতামতসহ অভিযোগের বিষয় পুনঃতদন্তের নিমিত্ত সাবেক উপ-সচিব কাজী সাখাওয়াত হোসেনকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকায় পুনরায় বিপিএসসিতে মতামত চাওয়া হয় এবং বিপিএসসি হতে মতামত প্রদান করে;

এবং যেহেতু বিপিএসসি হতে প্রাপ্ত মতামত, তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান-কে আলোচ্য অভিযোগের দায় হতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বর্ণিত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

আদেশাবলী

তারিখ, ০৪ পৌষ ১৪২০/১৮ ডিসেম্বর ২০১৩

নং বাসককস/প্রশা-১/ব্যঃ-১০/২০০৫(অংশ-১)-১১৬৬—যেহেতু, আপনি জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট-এ সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। অত্র কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তার সরাসরি শূন্য পদে আপনার স্ত্রী বেগম ইসমাতারা প্রাথমিকভাবে মনোনীত হওয়ায়, তার প্রাক-পরিচয় যাচাইয়ের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হলে তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকায় উক্ত সংস্থা নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করতে আপত্তি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে আপনি প্রার্থীর অন্য কোন পদে চাকুরী পেলে রেকর্ড থেকে একই প্রতিবেদন প্রেরণ করবে নাকি পুনরায় তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে মর্মে টেলিফোনে এনএসআই-এর কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চান, যা অনভিপ্রেত।

যেহেতু, এনএসআই কর্তৃক প্রেরিত পত্রে আপনার স্ত্রী বেগম ইসমাতারা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য থাকায় আপত্তি জ্ঞাপন করা হয়, তা জানা সত্ত্বেও আপনি বিষয়টি মানবিক কারণে বিবেচনা করার জন্য এনএসআই অফিসে ফোন করেছেন মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার স্ত্রী বেগম ইসমাতারা কর্ম কমিশন সচিবালয়ের "প্রশাসনিক কর্মকর্তা" এর শূন্য পদের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পূর্বে আপনি বিষয়টি আপনার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে আপনাকে অভিযুক্ত করে গত ১৮-১০-২০১০ তারিখের বাসককস/প্রশা-১/ব্যঃ-১০/২০০৫(অংশ-১)/২০১২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৫/২০১০) রুজু করা হয় এবং ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়; এবং

যেহেতু, আপনি বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আপনার ব্যক্তিগত শুনানী ২৬-১২-২০১০ তারিখে সচিব মহোদয় কর্তৃক গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য ১৭ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে বাসককস/প্রশা-১/ব্যঃ-১০/২০০৫(অংশ-১)/৭৪ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রাক্তন উপপরিচালক বেগম ফারাহ শাম্মী-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত কাজ সম্পন্ন করে ১৫ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত যথাযথ না হওয়ায় মাননীয় চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে এ সচিবালয়ের ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের বাসককস/প্রশা-১/ব্যঃ-১০/২০০৫(অংশ-১)-৯৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলাটি পুনঃ তদন্তের জন্য উপপরিচালক বেগম ফারাহ শাম্মীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি পুনঃ তদন্ত করে মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে আপনি দোষী নয় মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন ।

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

সেহেতু, এক্ষণে, আপনি জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট-কে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ থেকে এতদ্বারা অব্যাহতি দেয়া হ'ল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর বলে গণ্য করা হবে।

তারিখ, ০৫ পৌষ ১৪২০/১৯ ডিসেম্বর ২০১৩

নং বাসককস/প্রশা-১/পি২-৮২/৮৪(অংশ-১)-১১৭২—যেহেতু, আপনি বেগম হাছিনা বেগম, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ইউনিট-৬ এ কর্মরত থাকা অবস্থায় উক্ত ইউনিটের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সহযোগী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি) পদে নিয়োগ কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন। সহযোগী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি) পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র কমিশন সচিবালয়ে দাখিল করার নির্ধারিত তারিখ ছিল ০২-৭-২০০৬। উক্ত তারিখের মধ্যে ডাঃ আ.ন.ম ফজলুল হক কোন আবেদনপত্র দাখিল করেননি। ফলে অন্যান্য যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় তার নাম না থাকায় যথাসময়ে তার নামে সাক্ষাৎকার কার্ড ইস্যু করা হয়নি। পরবর্তীতে ডাঃ আ.ন.ম ফজলুল হক-এর একটি অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র পেছনের তারিখ (Back Date) দিয়ে পিএসসি-তে জমা গ্রহণ করে তার নামে সাক্ষাৎকার কার্ড ইস্যু করা হয়। যেহেতু ডাঃ আ.ন.ম ফজলুল হক-এর সহযোগী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি) পদে আবেদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তার নামে সাক্ষাৎকার কার্ড ইস্যু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গৃহীত কার্যক্রমে ডাঃ আ.ন.ম ফজলুল হক-কে সহযোগী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি) পদে নিয়োগদানের লক্ষ্যে তার আবেদনপত্র গ্রহণ, যোগ্য তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সাক্ষাৎকার কার্ড ইস্যুকরণের ক্ষেত্রে জালিয়াতি ও ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, ইউনিট-৬ এর পরিচালক হিসেবে আপনি উপরোল্লিখিত অনিয়ম ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন, যা চাকরীর শৃংখলার হানিকর আচরণ বা অসদাচরণের আওতাভুক্ত; এবং

যেহেতু, সহযোগী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি) পদে নিয়োগ কার্যক্রমের অনিয়ম সম্পর্কে সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ আলী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্তের জন্য কমিশন সচিবালয়ের ০৮-০১-২০০৮ তারিখের ২৬১নং আদেশে ১(এক) জন সদস্য মহোদয়কে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে ডাঃ আ.ন.ম ফজলুল হক এর নিয়োগ কার্যক্রমে অনিয়ম ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্ত কমিটি সহযোগী অধ্যাপক (এ্যানেসথেসিওলজি) পদের নিয়োগ কার্যক্রমে জালিয়াতি ও অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করায় আপনার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করেছে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে কেন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা, ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মন্তব্যসহ আপনার মতামত চাওয়া হয়। আপনি ২৫-৮-২০০৮ তারিখে আপনার মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে আপনাকে অভিযুক্ত করে ০২-৩-২০০৯ তারিখের বাসককস/প্রশা-১-পি২-৮২/৮৪/১৯৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামার জবাব প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত অভিযোগনামার একটি অভিযোগ বিবরণী সংযুক্ত করা হয়। আপনি ১৮-৩-২০০৯ তারিখের অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আপনার ব্যক্তিগত শুনানী ২৭-৫-২০০৯ তারিখে সচিব মহোদয় কর্তৃক গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ সচিবালয়ের ২২-৬-২০০৯ তারিখের বাসককস/প্রশা-১/পি২-৮২/৮৪/৫৪৮ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রাক্তন পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ খান-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ০৫-১০-২০০৯ তারিখে মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, একই বিধিমালার আওতায় ৪(৩)(ডি) ধারা অনুযায়ী আপনাকে চাকুরী হতে বরাখাস্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে মর্মে ০৩-১১-২০০৯ তারিখের ৯৮২নং স্মারকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয় এবং জবাব দেয়ার জন্য ৭(সাত) কার্যদিবস সময় নির্ধারণ করা হয়। আপনি ১২-১১-২০০৯ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন, যা কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) ধারা অনুযায়ী আপনাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ০৭-০১-২০১০ তারিখের বাসককস/প্রশা-১/পি২-৮২/৮৪/১৮ নং স্মারকে কর্ম কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হলে, কর্ম কমিশন ৩১-১০-২০১০ তারিখের বাসককস/ইউ-৪/১ডি-১/২০১০/১৭৯ নং স্মারকের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব এবং রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

আপনি বেগম হাছিনা বেগম, পরিচালক-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী এ সচিবালয়ের ২৫ নভেম্বর ২০১০ তারিখের ১১২৬নং আদেশে আপনাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হয়।

পরবর্তীতে আপনি বেগম হাছিনা বেগম, প্রাক্তন পরিচালক উক্ত বরখাস্তের আদেশ বাতিল করে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর ৮-১২-২০১০ তারিখে আপীল আবেদন দাখিল করেন। আপনার দাখিলকৃত আপীল আবেদনটি এ সচিবালয়ের ১৪ আগস্ট ২০১২ তারিখের ৮০.৪০১.০১৯.০০.০০.১১২.৮৪.৮২৫ নং স্মারকে সার-সংক্ষেপ আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রেরণ করা হলে ১১-৯-২০১২ তারিখে আপীল আবেদনটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক না-মঞ্জুর হয়; এবং

আপনি বেগম হাছিনা বেগম, প্রাক্তন পরিচালক চাকুরী হতে বরাখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা এর আদালতে এ,টি মামলা নং-৪২/২০১১ দায়ের করেন। মহামান্য আদালত উক্ত মামলায় ২৭-৬-২০১২ তারিখের রায় ও আদেশে আপনাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ প্রদান করে; এবং

আপনি বেগম হাছিনা বেগম, প্রাক্তন পরিচালক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এর ২৭-৬-২০১২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ বাস্তবায়নের জন্য এ,টি এক্সিকিউশন ০১/২০১৩ নং মামলা দায়ের করেন। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এ,টি এক্সিকিউশন ০১/২০১৩ নং মামলায় ১৮-১১-২০১৩ তারিখের ১১নং আদেশের প্রেক্ষিতে আপনি বেগম হাছিনা বেগম, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়-কে ২৫-১১-২০১০ তারিখ হতে স্বপদে পুনর্বহাল করা হ'ল।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ. টি আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম
চেয়ারম্যান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৪ পৌষ ১৪২০/১৮ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৫.১১২.৯৯৯.০০.০০.০২৪.২০০৭-৩২৭—"জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৬"-এর তফসিল নং ১০-এ বর্ণিত "অফিস সহকারী" পদনামটি নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন করা হল :

বর্তমান পদবী	পরিবর্তিত পদবী
অফিস সহকারী	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাসুমুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ পৌষ ১৪২০/২৪ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৩.২০০৯-৪৪৫—যেহেতু, জনাব ফারুক আহমেদ (৩১৮৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৩-১১-২০০৬ থেকে ২৯-০২-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালীন গত ০৭-০৫-০৭ থেকে ০৯-০৫-০৭ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিদর্শন করায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৈফিয়ত তলব করা হলে গত ২৪-০৫-০৭ তারিখে তাঁর প্রদত্ত কৈফিয়তের জবাব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় উক্ত মন্ত্রণালয়ের ২০-১১-২০০৮ তারিখের ১স-১/৯০/ডি-৯/৫৮০ নং স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত উল্লেখযোগ্য অভিযোগসমূহ অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত পত্র প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ না করে সরাসরি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে ১৯৯৬ সালের Rules of Business-এর Allocation of Business এর ক্রমিক 4(v)-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করা, বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগ বিধি সংশোধন, নিয়োগ দান, পদোন্নতি প্রদান এবং বদলীপূর্বক পদবী পরিবর্তন করা ইত্যাদি কার্যকলাপের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি গত ০৮-০৩-২০০৯ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করায় গত ১৫-০৪-২০০৯ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে তাঁর প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা, নিরূপণের জন্য আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব এ. জেড. এম. শফিকুল আলম, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বর্তমানে রেক্টর, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৬-০৯-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে জনাব ফারুক আহমেদ (৩১৮৭) এর বিরুদ্ধে আনীত ০৯টি অভিযোগের কোন অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনের মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব ফারুক আহমেদ (৩১৮৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রাক্তন পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হব।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪২০/৩০ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৬.১৩-৫১৩—যেহেতু, জনাব হোসাইন রিদওয়ান আলী খান (পরিচিতি নং ৩১৪৭), সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ, সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৭-০১-২০১৩ তারিখ হতে ২৯-০১-২০১৩ তারিখ ও গত ৩১-০১-২০১৩ তারিখসহ মোট ০৪ (চার) দিন এবং গত ১৭-০২-২০১৩ তারিখ থেকে ২৮-০২-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ১২ (বার) দিন এবং গত ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ থেকে ০৪-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ০২ (দুই) দিনসহ সর্বমোট ১৮ (আঠার) দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর এরূপ অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগের গত ০৩-০২-২০১৩ তারিখের ০৫.২০৪.০৮৮.০০.০০.০০৭.২০১৩-৪৬ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য এবং গত ০৭-০৩-২০১৩ তারিখের ০৫.২০৪.০৮৮.০০.০০.০০৭.২০১৩-৭৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য সর্বমোট দুইবার তাঁকে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হলেও তিনি এর কোন জবাব প্রদান করেননি। অভিযুক্ত কর্মকর্তার এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিতে অভিযোগ গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৪-০৭-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১২.১২-২৬১ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৮-০৭-২০১৩ তারিখ উক্ত কৈফিয়ত তলবের লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৩) অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত মতামত অনুযায়ী জনাব হোসাইন রিদওয়ান আলী খান (পরিচিতি নং ৩১৪৭) এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। তদন্তাধীন বিষয়াটিতে হাজিরা খাতা একটি অন্যতম প্রমাণক হলেও নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা বা বিবাদীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কেউই তদন্তকালীন সময়ে উক্ত হাজিরা খাতা উপস্থাপন করেননি মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তদন্তাকারী কর্মকর্তা উক্ত হাজিরা খাতা উপস্থাপনের জন্য নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা বা অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে কোন পত্র প্রেরণ করেছেন এমন কোন তথ্য বা প্রমাণক তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেননি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর প্রদত্ত লিখিত বক্তব্যেই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি অফিসে যথারীতি আসতেন কিন্তু কাজের চাপ কিংবা মাঝে মাঝে ভূলবশতঃ হাজিরা খাতায় সই করেননি। তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে হাজিরা খাতায় সই করার কথা বলতেন কিন্তু অফিসে কাজ করলেও ভূলবশতঃ তিনি প্রায়াই হাজিরা খাতায় সই করেননি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাবেও তিনি অফিসে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করা হয়নি মর্মে বক্তব্য প্রদান করেছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা নিজে অবহিত থাকার এবং কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও অভিযোগনামায় বর্ণিত দিনগুলোতে তাঁর হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর না করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঐ দিনগুলোতে অফিসে আসেননি। সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্বীকৃতির কারণেই অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাই তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায়, জনাব হোসাইন রিদওয়ান আলী খান (পরিচিতি নং ৩১৪৭), সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ, সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার (Censure)" সূচক লঘুদন্ডে দন্ডিত করা হল। তাঁর অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতিকাল (গত ২৭-০১-২০১৩ তারিখ হতে ২৯-০১-২০১৩ তারিখ ও গত ৩১-০১-২০১৩ তারিখসহ মোট ০৪ (চার) দিন এবং গত ১৭-০২-২০১৩ তারিখ থেকে ২৮-০২-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ১২ (বারো) দিন এবং গত ০৩-০৩-২০১৩ তারিখ থেকে ০৪-০৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ০২ (দুই) দিনসহ সর্বমোট ১৮ (আঠারো) দিন বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২০/২৭ নভেম্বর ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৮.১০-৮২২—যেহেতু, বেগম নাহিদ আখতার অদিতি (১৬২০৩) বিগত ২০-১১-২০০৮ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহীতে সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস) হিসেবে যোগদান করে ০৫-০৪-২০০৯ তারিখ হতে ০৯-০৪-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটিসহ কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি নিয়ে ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে ১০-০৪-২০০৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। উক্ত অভিযোগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বেগম নাহিদ আখতার অদিতি (১৬২০৩) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৮.১০ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৯-২০১২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৮.১০-৭১০ নম্বর স্মারক মোতাবেক তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড উইথ এ.ডি. ডাকযোগে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব সোলতান আহমদ (পরিচিতি নং ৪৫০৭), উপসচিব (তদন্ত-২ অধিশাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাযথভাবে তদন্তপূর্বক ১৫-০৪-২০১৩ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রতিবেদনে তিনি অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা দোষী মর্মে উল্লেখ করেছেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় বেগম নাহিদ আখতার অদিতি (১৬২০৩)-কে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধিতে বর্ণিত গুরুদণ্ড "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" আরোপ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ০৭-০৫-২০১৩ তারিখ উক্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে তাঁকে রেজিস্টার্ড উইথ এ.ডি. ডাকযোগে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে কেন তাঁকে প্রস্তাবিত দণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সুযোগ দেয়া হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও কোন জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে ০৭-০৭-২০১৩ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম নাহিদ আখতার অদিতি (১৬২০৩)-কে "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি ও অভিযোগের গুরুত্বসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী বেগম নাহিদ আখতার অদিতি (১৬২০৩)-কে "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, বেগম নাহিদ আখতার অদিতি (১৬২০৩), সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(সি) মোতাবেক "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ০৯ পৌষ ১৪২০/২৩ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৮.১২-৮৬৮—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন উজ্জ্বল (১৬৪৯১), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ.পি.ডি. অনুবিভাগে যোগদানের আদেশাধীন এঁর বিরুদ্ধে ৩১-১২-২০১০ তারিখ থেকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অপরাধের রুজুকৃত প্রথম বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়। উক্ত প্রমাণিত অভিযোগে একজন নবীন কর্মকর্তা হিসেবে মানবিক দিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ দণ্ড প্রদান না করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী ২৯-০৮-২০১২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৮.১২-৬৮৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি দুই বৎসরের জন্য স্থগিত (Withholding of increments for two years)" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়। তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালকে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তাঁকে এ.পি.ডি. অনুবিভাগে অবিলম্বে রিপোর্ট করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু উল্লিখিত প্রজ্ঞাপন জারীর ০১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অদ্যাবধি তিনি এ.পি.ডি. অনুবিভাগে রিপোর্ট করেননি;

যেহেতু, তিনি বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১ এর বিধি ৬(১) অনুযায়ী এখনো একজন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা এবং এ বিধিমালার বিধি ৬(২) অনুযায়ী তাঁর কৃত এই অপরাধ শাস্তিযোগ্য;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা একজন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও এবং পূর্বকৃত একই ধরনের অপরাধে মানবিক বিবেচনায় লঘুদণ্ড পাওয়ার পরও নিজেকে সংশোধন না করে একই অপরাধের ধারাবাহিকতায় কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে পুনরায় ০১ (এক) বছরের অধিককাল কর্ম হতে অনুপস্থিত থাকায় তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর বিধি ৬(২) অনুযায়ী "শিক্ষানবিসকালে সংশ্লিষ্ট চাকরিতে বহাল থাকার অযোগ্য (during the period of probation, a probationer is found unsuitable for retention in the concerned Service)" বলে বিবেচিত হয়েছেন। উক্ত অভিযোগে কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৬(২)(এ) অনুযায়ী চাকরি হতে ছাঁটাই করা হবে না তা নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জানানোর জন্য রেজিস্টার্ড উইথ এডিয়োগে তাঁর বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা ও ই-মেইলে উক্ত নোটিশ প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ৩০-১০-২০১৩ তারিখ ই-মেইলে উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। উক্ত জবাবে তিনি যথাসময়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০১২-তেই তাঁকে এ.পি.ডি. অনুবিভাগে যোগদানের আদেশ দেয়ার কথা জানতে পেরেছিলেন এবং তখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের University of New Mexico-তে পিএইচডি গবেষণারত ছিলেন বলে স্বীকার করেন। কিন্তু তারপর আরও ০১ (এক) বছরের অধিককাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কেন তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি তার কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমণের পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেননি বা কোনরূপ অনুমোদন গ্রহণ করেননি এবং এখনও অননুমোদিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রদত্ত জবাব এবং সংযুক্ত দলিলপত্র ইত্যাদি সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাঁর প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। ইতঃপূর্বে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। একজন নবীন কর্মকর্তা হিসেবে মানবিক বিবেচনায় প্রথমবার তাঁকে লঘুদন্ড প্রদান করে পুনরায় চাকরি করার সুযোগ দেবার পরও নিজেকে সংশোধন না করে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে দীর্ঘদিন যাবৎ অনুপস্থিত আছেন। তদুপরি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ২৪ আগস্ট ২০১২-তে বিদেশে গমণ করেছেন, যা তিনি নিজেই কারণ দর্শানোর জবাবে স্বীকার করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি তাঁর অভ্যাসগত বলে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি তাঁর অভ্যাসগত বলে প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ এর বিধি ৬(২)(এ) অনুযায়ী তিনি "শিক্ষানবিসকালে সংশ্লিষ্ট চাকরিতে বহাল থাকার অযোগ্য (during the period of probation, a probationer is found unsuitable for retention in the concerned Service)" বলে বিবেচিত হয়েছেন এবং চাকরিতে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত বলে উক্ত প্রমাণিত অভিযোগে তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৬(২)(এ) অনুযায়ী "চাকরি হতে ছাঁটাই (Termination of appointment)" করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন উজ্জ্বল (১৬৪৯১), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ.পি.ডি. অনুবিভাগে যোগদানের আদেশাধীন-কে উপর্যুক্ত অপরাধে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১ এর বিধি ৬(২)(এ) অনুযায়ী আদেশ জারীর দিন থেকে "চাকরি হতে ছাঁটাই (Termination of appoinrment)" করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ পৌষ ১৪২০/১৯ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৮.২০১৩-৬০৩—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম (পরিচিতি নং ১৫৫৫৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেড়া, পাবনা বর্তমানে উপপরিচালক, ন্যাশনাল স্কীল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এনএসডিসি) সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে গত ২১-০৭-২০১১ তারিখ হতে ১১-০৯-২০১২ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালীন উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণস্থলে জীবিত মেহগনি গাছকে মৃত গাছ হিসেবে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের পত্র জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৮-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৮.২০১৩-৩০৩ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম (পরিচিতি নং ১৫৫৫৩) গত ২৯-০৯-২০১৩ তারিখ উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামার আলোকে দফাওয়ারী জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করায় গত ২১-১১-২০১৩ তারিখ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিকালে জানান যে, গত ২৬-০৬-২০১২ তারিখে উপজেলা পরিষদ মাসিক সভায় উপজেলা প্রকৌশলী উপজেলা সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণস্থলে ১৭টি মরা মেহগনি গাছ কর্তনের বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে উক্ত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিষয়টি তিনি শুধুমাত্র জেলা প্রশাসক, পাবনাকে গত ১২-০৮-২০১২ তারিখে পত্র মারফত অবহিত করেন। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ১১-০৯-২০১২ তারিখে কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হন। উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণস্থলে ৩১টি জীবন্ত মেহগনি গাছ নিলামে বিক্রয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তিনি উক্ত উপজেলায় কর্মরত ছিলেন না কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সাথে তিনি সম্পৃক্ত নন বিধায় বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য এবং নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা, তাঁর লিখিত জবাব, চাকুরীর অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যত কর্মজীবনের বিষয়টি বিবেচনা এবং তাঁর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম (পরিচিতি নং ১৫৫৫৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেড়া, পাবনা বর্তমানে উপপরিচালক, ন্যাশনাল স্কীল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এনএসডিসি) সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

বিধি-৪ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪২০/৩০ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১২-২৮১—আগামী ০৫ জানুয়ারি ২০১৪/২২ পৌষ ১৪২০ রবিবার অনুষ্ঠিতব্য দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ০৫ টি জেলা (জয়পুরহাট, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও চাঁদপুর) ব্যতীত অবশিষ্ট ৫৯ টি জেলার সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাদের স্ব স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণের দিন ০৫ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ রবিবার বর্ণিত ০৫ টি জেলা ব্যতীত অবশিষ্ট ৫৯ টি জেলায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিবহণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮পৌষ ১৪২০/০১ জানুয়ারি ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১২১.০১৮.০২.১৩.০২—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৫-৮-২০১৩ তারিখের ০৫.১৫১.০১৫.০০.০০.০০৭.২০০৮-১৮৮ এবং অর্থ বিভাগের ২৬-১১-২০১৩ তারিখের অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/সংস্থা-৭/২০০৯/৪১৮ নং স্মারকের অনুসরণে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান বিভিন্ন সরঞ্জামাদির অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করা হলো :

ক্রমিক নং	অফিস সরঞ্জামাদির নাম	সম্মতিকৃত অফিস সরঞ্জামাদির সংখ্যা
(১)	কম্পিউটার	২৯টি
(২)	ল্যাপটপ	০১টি
(৩)	ফটোকপিয়ার	০৩টি
(৪)	ফ্যাক্স	০২টি
(৫)	সি.সি. ক্যামেরা	০৫টি
(৬)	ইন্টারকম	২২টি

২। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহমুদা খাতুন
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ জানুয়ারি ২০১৪

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০১৫.২০০৮-০২—বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (পুনর্গঠন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১২নং আইন) এর ৭(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিনিয়োগকৃত অর্থের ক্রমানুসারে 'খ' শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য হতে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে নিয়োগ আদেশ জারীর তারিখ হতে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত হবে]
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
নীতি-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ নভেম্বর ২০১৩

নং ২৪.০০.০০০০.২০৩.২২.০১৪.১২-৩৯১—বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গত ১৯-০৮-২০১৩ তারিখে উচ্চ পর্যায়ে স্বাক্ষরিত MOU টি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে ১৭ (সতের) সদস্য বিশিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে বাংলাদেশের ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হলো ঃ

লীডার

(১) যুগ্ম-সচিব (পাট), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) সদস্য, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
(৩) সদস্য, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
(৪) পরিচালক, বিজেএমসি
(৫) পরিচালক, বস্ত্র দপ্তর
(৬) পরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো
(৭) পরিচালক (এসএ), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৮) পরিচালক (ইকোনোমিক), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৯) উপ-সচিব (নীতি-১), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
(১০) উপ-সচিব (এফটিএ-১), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(১১) উপ-সচিব (এস এম ই), শিল্প মন্ত্রণালয়
(১২) উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
(১৩) প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ
(১৪) প্রেসিডেন্ট, বিটিএমএ
(১৫) প্রেসিডেন্ট, বিকেএমইএ
(১৬) প্রেসিডেন্ট, বিজেএমএ
(১৭) প্রেসিডেন্ট, বিজেএসএ

কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্য যে কাউকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। ওয়ার্কিং গ্রুপটি বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের তুলা, পাট, রেশম, তাঁতশিল্প, পোশাক ও ফ্যাশন শিল্পের উন্নয়ন, ইত্যাদি ইস্যুতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শিরীনা দেলহুর
উপ-সচিব।

[একই তারিখ ও আদেশের স্থলাভিষিক্ত]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০/০১ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩২.০৬৭.১২-৬০৮—নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের জারিকৃত এস, আর, ও নং ৩৫৯-আইন ২০১৩ এর সংশোধিত প্রজ্ঞাপনের ১৪(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদ্‌কর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচনপূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না"।

২। বর্ণিতাবস্থায়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উক্ত ধারা বলবৎ থাকাকালীন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ড তদারকিসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির বিলে সভাপতির স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর এর স্থলে মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, জেলা সদরের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল এবং যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৩.১৩-১০৬৪/১—যেহেতু, জনাব মোঃ মশিউর রহমান মন্ডল, শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপার (মেধাক্রম ১৭০) বিপিএ, সারদা, রাজশাহী (বর্তমানে এসপিবিএন, ঢাকা এবং কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তব প্রশিক্ষণরত) এর বিরুদ্ধে বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে যোগদানের পূর্বে জনতা ব্যাংকে কর্মরত থাকাকালীন গত ৩১-০৫-২০১২ তারিখে ভূয়া নামে ২,১০,০০০ টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগে সাভার মডেল থানার মামলা নং ১, তারিখঃ ০১-০৬-২০১২, ধারা-৪০৮ দঃবিঃ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে হাজতবাস করায় পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি জনসম্মুখে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধির আওতায় অসদাচরণ এবং দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের ২৪-০৩-২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৩.১৩-৩৭০ নম্বর স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

২। যেহেতু, গত ০৫-১১-২০১৩ তারিখে জনাব মোঃ মশিউর রহমান মন্ডল এর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণপূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরণ, রকম ও সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় অপরাধের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ মশিউর রহমান মন্ডল, শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপার (মেধাক্রম ১৭০) বিপিএ, সারদা, রাজশাহী (বর্তমানে এসপিবিএন, ঢাকা এবং কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তব প্রশিক্ষণরত) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিমালার আওতায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(এ) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

৪। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১২-০৯-২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৩.১৩-৮৬৩/১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণ সম্পর্কিত আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

আনসার শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০১ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৪৪.০৩.০০০০.১১৪.১৩.০০১.১২-৩৬১—জনাব মোঃ কামাল হোসেন, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ (সাবেক কর্মস্থল থানছি, বান্দরবান-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ধারা ৪(২) এর (বি) অনুযায়ী (আপীল শুনানিঅন্তে) দণ্ডাদেশ কমিয়ে মাত্র ১ (এক) বছরের জন্য তাঁর বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

নং ৪৪.০৩.০০০০.১১৪.১৪.০১৭.১২-৩৬২—জনাব মোঃ জিয়াউল হাসান, জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, মুন্সিগঞ্জ এবং জনাব মোঃ কামারুজ্জামান, সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট (স্পেশাল), আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা-এর আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার শুনানিঅন্তে প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিবেচনা করে তাঁদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

আইন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.২০১৩-১০১—গত ১৫-১০-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ডিএমপি'র পল্টন মডেল থানার জিডি নং ১০৪৩ এর বর্ণনা মোতাবেক জনাব সাদেক হোসেন খোকা, আহবায়ক, ঢাকা মহানগর বিএনপি গত ১৪-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ১৭ঃ০০ ঘটিকার সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ২৫ শে অক্টোবর, ২০১৩ এর পরে করণীয় বিষয়ে পল্টন মডেল থানাধীন ভিআইপি রোডস্থ মাওলানা ভাসানী মিলনায়তনে যৌথ সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় জনাব সাদেক হোসেন খোকা তাঁর বক্তব্যে ২৫ শে অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিঃ নেতা কর্মীদের দা, কুড়াল, খন্ডে, কাস্তি, বল্লম ইত্যাদি যার যা আছে তা নিয়ে সমাবেশে আসার জন্য নির্দেশ দেন এবং প্রয়োজনে তাঁরা রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, সারাদেশে ২৫ শে অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিঃ এর পরে আওয়ামী লীগ ও সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে প্রয়োজনে যে কোন প্রকারে সরকারের মোকাবেলা করার জন্য তিনি উপস্থিত নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেন। তাঁর বক্তব্য দেশের সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। তাঁর উক্ত বক্তব্য দ্বারা দেশের আইন শৃংখলা বাহিনী তথা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দেয়া হয়েছে। তিনি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণি বা গোষ্ঠির মধ্যে শত্রুতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর অভিপ্রায়ে বেপরোয়াভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে জনগণকে অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করেছেন। ইহা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং জননিরাপত্তা, জনশৃংখলার জন্য ক্ষতিকর ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল যা দন্ডবিধির ১২৪-ক/১৫৩/৫০৫(২) ধারার অধীন অপরাধ গণ্যে জনাব সাদেক হোসেন খোকার বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১২৪-ক/১৫৩/৫০৫(ই) ধারায় নিয়মিত মামলা রুজুর লক্ষ্যে অফিসার ইনচার্জ, পল্টন মডেল থানা, ডিএমপি, ঢাকা'কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারি মঞ্জুরী এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

সীমান্ত শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৮.০৩.০৪৪.২০১৩-৩৪০— বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা খ এবং গ-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার আওতায় বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ৩১, ২০০২, এসআরও নং ২৩-আইন/২০০২ এবং বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ৩১, ২০০২, এসআরও নং ২৪-আইন/২০০২ মোতাবেক বাংলাদেশের জলসীমায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ আইনে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার তফসিলের দ্বিতীয় কলামের জেলাধীন তৃতীয় কলামের থানার অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ কলামের ইউনিয়ন/পৌরসভাসমূহের এলাকাকে পঞ্চম কলামে বর্ণিত ১০ (দশ)টি আউট পোস্ট সৃষ্টি করলেন এবং সপ্তম কলামে বর্ণিত এলাকাকে পঞ্চম কলামে বর্ণিত ১০ (দশ)টি আউট পোস্ট এর দায়িত্বপূর্ণ এলকা হিসেবে নির্ধারণ করলেন ঃ

তফসিল

ক্রমিক	জেলার নাম	থানার নাম	ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম	সিজি আউট পোস্টের নাম	নিয়ন্ত্রণকারীর জোনের নাম	দায়িত্বপূর্ণ এলাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১)	চট্টগ্রাম	পতেঙ্গা	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	সিজি আউট পোস্ট পতেঙ্গা	পূর্ব জোন	কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের অধীনস্ত চট্টগ্রামের পতেঙ্গা অঞ্চলে কর্ণফুলী নদী ও সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল এবং বহিঃ নোঙ্গরে জাহাজসমূহের আগমন ও বহির্গমনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।
(২)	কক্সবাজার	টেকনাফ	টেকনাফ পৌরসভা	সিজি আউটপোস্ট টেকনাফ	পূর্ব জোন	কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের অধীনস্ত টেকনাফ উপজেলার উপকূল সংলগ্ন জলসীমা, সন্নিহিত স্থলভাগ, উপকূলীয় অঞ্চলের নদ-নদী, খাল/চ্যানেল ও দ্বীপ এলাকা।
(৩)	কক্সবাজার	টেকনাফ	শাহপুরী ইউনিয়ন	সিজি আউটপোস্ট শাহপুরী	পূর্ব জোন	কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের অধীনস্ত টেকনাফ উপজেলার শাহপুরী এলাকার উপকূল সংলগ্ন জলসীমা, সন্নিহিত স্থলভাগ, উপকূলীয় অঞ্চলের নদ-নদী, খাল/চ্যানেল ও দ্বীপ এলাকা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(৪)	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	রায়পুর ইউনিয়ন	সিজি আউটপোস্ট নরম্যান্স পয়েন্ট	পূর্ব জোন	কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের অধীনস্ত আনোয়ারা উপজেলার উপকূল সংলগ্ন জলসীমা, সন্নিহিত স্থলভাগ ও উপকূলীয় অঞ্চলের নদ-নদী, খাল/চ্যানেল ও দ্বীপ এলাকা।
(৫)	কক্সবাজার	মহেষখালী	কুতুবজুম	সিজি আউটপোস্ট সোনাদিয়া	পূর্ব জোন	কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের অধীনস্ত মহেষখালী উপজেলার সোনাদিয়া উপকূল সংলগ্ন জলসীমা, সন্নিহিত স্থলভাগ ও উপকূলীয় অঞ্চলের নদ-নদী, খাল/চ্যানেল, দ্বীপ ও মহেষখালী দ্বীপের পশ্চিম নিম্নাংশ হতে কক্সবাজার বাতীঘরের ২৭০ বরাবর পর্যন্ত এলাকা।
(৬)	বাগেরহাট	স্বরনখোলা	সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কোন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নয়।	সিজি আউটপোস্ট কচিখালী	পশ্চিম জোন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের অধীনস্থ সুন্দরবন ও কচিখালী, টাইগার পয়েন্ট, বাদাম তলা, কটকা সেলারচর, টিয়ারচর ও তৎসংলগ্ন এলাকা।
(৭)	খুলনা	দাকোপ	নলিয়ান	সিজি আউটপোস্ট নলিয়ান	পশ্চিম জোন	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের অধীনস্থ সুন্দরবনের নলিয়ানের শীবসা নদীর সুতারখালী, হোড্ডা, কালাবগী, বানীয়াখালী, চালনা ও তৎসংলগ্ন এলাকা।
(৮)	ভোলা	তজুমদ্দিন	চাঁদপুর	সিজি আউটপোস্ট তজুমদ্দিন	দক্ষিণ জোন	ভাসনভাংগার চর, সোনারচর মনপুরার পূর্ব এলাকা, চৌমুহনী, মহেশখালী, রামপ্রসাদ, মির্জাকালু, মালংচর, চর আজাহারউদ্দিন, চর নিজাম, চর তোজাম্মেল, চর মোজাম্মেল, চর নাসরিন, চর আটনম্বর, চর লাদেন, চর কলাতলী, পাতারচর, কাটাখালী, কামারখালী, বাতিরখাল, বুড়ির ধন, সরদারের খাল, বেদ্দার ঘাট, বেতুয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকা।
(৯)	ভোলা	চরফ্যাশন	চরমানিকা	সিজি আউটপোস্ট চরমানিকা	দক্ষিণ জোন	চর মোতাহার, চর ক্রিসেন্ট, চর বিউনিছ, চর মনোহর, সিকদারের চর, চর কুকরি মুকরি, চর পাতিলা ঢাল চর, চর হাসিনা, চর আশরাফ, চর নাজিমউদ্দিন, চর ইসলাম, চর ফারুকী, চর খুশরী, কাশেমমিয়ার বাজার, বাংলা বাজার, ঘোষের হাট গাজীর খাল, কাশিয়া খালী, বায়ানির খাল, লেক ভাষান, বকশী, বাবুর হাট, কলমীর স্লুইস, নলুয়া স্লুইস, মনিকা ঠোটা কচ্ছপিয়া আটকোপাট, পাঁচ কোপাট, খেজুর গাছি, মাইনউদ্দিন, সামরাজ স্লুইস, বেড়ী ভাংগা, নতুন স্লুইস ঘাট, বেতয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকা।
(১০)	লক্ষ্মীপুর	রামগতি	বরখেরি	সিজি স্টেশন রামগতি	দক্ষিণ জোন	রামগতি, রগুনাথপুর, চেয়ারম্যান ঘাট, তেলির চর, বয়ার চর, মৌলভীর চর, কালিগঞ্জ, নতুনচর, চর আলেকজান্ডার, চর গজারিয়া, চর আবদুল্লাহ ও তৎসংলগ্ন এলাকা।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

রাজনৈতিক-৪ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩

নং স্বঃমঃনির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)/১৯৯৮—যেহেতু, সরকার আসন্ন ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪-এ আইন শৃংখলা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে জনস্বার্থে লাইসেন্সধারী অস্ত্র মালিকদের সকল ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ নিকটবর্তী থানায়/ডিলারের নিকট জমা দেওয়ার এবং অন্যান্য অস্ত্রসহ চলাফেরা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সমীচীন বলিয়া মনে করে, সেইহেতু সরকার The Arms Act, 1878 (XI of 1878) এর Section 26-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত আদেশ জারী করিল ঃ

২। সকল আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারী ব্যক্তিগণকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ হইতে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের মধ্যে তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ নিকটবর্তী থানায়/বৈধ ডিলারের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে। এইভাবে জমাকৃত আগ্নেয়াস্ত্র আবিশ্যকভাবে ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত থানায়/ডিলারের নিকট জমা থাকিবে।

৩। The Arms Act, 1878 (XI of 1878) এর Section ১৭(ক)(১)এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ হইতে ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ের জন্য সরকার সকল আগ্নেয়াস্ত্র মালিকদের অস্ত্র বহন অথবা অস্ত্রসহ চলাফেরা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিল।

৪। যাহারা এই আদেশ লংঘন করিবেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান মতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৫। এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ

(ক) আইন শৃঙ্খলা রক্ষার সহিত সম্পৃক্ত সকল শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য;

(খ) বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি দপ্তর, আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরী;

ব্যাখ্যাঃ এই আদেশে "শৃঙ্খলা বাহিনী" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২-এ বর্ণিত শৃঙ্খলা বাহিনীকে বুঝাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৩

নং স্বঃমঃনির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)/২০০৮—আসন্ন ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪-এর আইন শৃংখলা বজায় রাখা ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৩-১২-২০১৩ তারিখের নং স্বঃ মঃ নির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)/১৯৯৮ স্মারকে প্রদত্ত আদেশটি অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ এর ১৭(ক)(১) ধারা মতে নিম্নরূপ সংশোধন করা হলো ঃ

> দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অস্ত্র জমাদানের আদেশ পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হলো। যে সব নির্বাচনী এলাকা নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে সে সব এলাকায় ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে ৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে লাইসেন্সধারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক ভোট কেন্দ্র ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলাচল এবং অস্ত্র প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ থাকবে। তবে নির্বাচনকালীন আইন শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সধারীকে তার আগ্নেয়াস্ত্র জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

পুলিশ অধিশাখা-৪

পরিপত্র

তারিখ, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৭.০১৫.০৬৮.১৩-৬২০**—আদিষ্ট হয়ে সিআইডি এর "ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরী অব বাংলাদেশ পুলিশ" প্রকল্পের আওতায় ফরেনসিক ডিএনএ ল্যারেটরীর ডিএনএ পরীক্ষা বাবদ জনস্বার্থে নিম্নরূপ "ফি" নির্ধারণ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	"ফি"র হার
(১)	শুধুমাত্র আদালতের আদেশে ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার (Civil suit) পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নির্ধারণ/অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিটি পরীক্ষার জন্য	৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা
(২)	ফৌজদারী মামলা, সরকারি মামলা এবং সরকারি নির্দেশে পরীক্ষার জন্য	"ফি" ব্যতিরেকে

২। এ বাবদ আদায়কৃত অর্থ "১-২২১১-০০০০-২০৩১" পরীক্ষা "ফি" খাতে জমা করতে হবে।

৩। অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ হাবিবুর রহমান
উপ-সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা
আদেশাবলী

তারিখ, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৮.২০১৩-১০২৬—যেহেতু, ডাঃ মাসুদা বেগম (৩২৯৪২), সহকারী অধ্যাপক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ০৯-১২-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির সময় তিনি জানান যে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারেননি এবং শারীরিক অসুস্থতার স্বপক্ষে তিনি ডাক্তারী সনদ ও কাগজপত্র উপস্থাপন করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মাসুদা বেগম (৩২৯৪২), সহকারী অধ্যাপক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০৩.২০১২-১০২৮—যেহেতু, ডাঃ মুনির আহমেদ (কোড ৩৫৬৮২), সহকারী প্রধান, এম আইএস ইউনিট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানার মামলা নং ১০, তারিখঃ ০৭-১১-২০১৩ ধারা ৪২০/৪০৬/১০৯ মোতাবেক ০৮-১১-২০১৩ তারিখ গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে প্রেরিত হন;

এক্ষণে, সেহেতু, তাঁকে বাংলাদেশ সার্ভিস রুল্‌স (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি মোতাবেক চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল;

প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

এ আদেশ তিনি জেল হাজতে প্রেরণের তারিখ ০৮-১১-২০১৩ থেকে কার্যকর হবে।

এ.এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

হাসপাতাল-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩

নং স্বাপকম/হাস-৩/ক্লিনিক-০৫/৯৩(অংশ-১)/৫০৪— বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৬ এর ৯ (বি)(১)-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে এডহক ম্যানেজিং বোর্ড গঠন করা হইল ঃ

ভাইস- চেয়ারম্যান

(১) জনাব হাফেজ আহমেদ মজুমদার এম.পি (সদস্য ও ডেলিগেট, সিলেট রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

ট্রেজারার

(২) এডভোকেট তৌহিদুর রহমান (সদস্য ও ডেলিগেট, যশোর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

সদস্যবৃন্দ

(৩) জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক (ভাইস চেয়ারম্যান ও ডেলিগেট, খুলনা সিটি ইউনিট)

(৪) আলহাজ্ব অধ্যক্ষ আফজাল খাঁন এডভোকেট (ভাইস চেয়ারম্যান, কুমিল্লা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(৫) ডাঃ হাবিবে মিল্লাত (সদস্য ও ডেলিগেট, সিরাজগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(৬) জনাব মোঃ আসগর আলী (সেক্রেটারী ও ডেলিগেট, কুষ্টিয়া রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(৭) এডভোকেট খন্দকার একরামুল হক হীরা (সেক্রেটারী ও ডেলিগেট, মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(৮) রেহেনা আশিকুর রহমান (ভাইস চেয়ারম্যান ও ডেলিগেট, রংপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(৯) জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরী হেলাল (সেক্রেটারী ও ডেলিগেট, কিশোরগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(১০) আলহাজ্ব মোঃ আবুল বাসার (ভাইস চেয়ারম্যান ও ডেলিগেট, ঢাকা সিটি রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(১১) জনাব শেখ রইসুল আলম ময়না (সদস্য ও ডেলিগেট, বান্দরবান রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(১২) জনাব কবির উদ্দিন আহমেদ (সদস্য ও ডেলিগেট, মুন্সীগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(১৩) জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান (ভাইস চেয়ারম্যান ও ডেলিগেট, বরিশাল রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

(১৪) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান চৌধুরী (সদস্য, গাজীপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট)

২। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এডহক ম্যানেজিং বোর্ডের মেয়াদ ০১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাস হইবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও জনস্বার্থে জারিকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুরুন্নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩/০৯ পৌষ ১৪২০

নং ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০২৭.১৩-১৬০—পেনশন সুবিধার আওতাভুক্ত অবসর গ্রহণকারী চাকুরে কিংবা মৃত্যুবরণকারী চাকুরের পরিবারের জন্য বিধি মোতাবেক প্রাপ্য আনুতোষিকের হার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো :

(ক) **বাধ্যতামূলকভাবে সমর্পিত (Surrendered) আনুতোষিক :** অবসর গ্রহণকারী চাকুরে কিংবা মৃত্যুবরণকারী চাকুরের পরিবার বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলকভাবে সমর্পিত (Surrendered) অর্ধেক (৫০%) গ্রস পেনশনের প্রতি ১(এক) টাকার বিপরীতে নিম্নোক্ত ছকের ৪র্থ কলামে বর্ণিত হারে আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন :

ক্রমিক নং	পেনশনযোগ্য চাকরিকাল	আনুতোষিক হার (টাকায়)	
		বিদ্যমান	পুনঃনির্ধারিত
১	২	৩	৪
১	১০ বছর বা ততোধিক কিন্তু ১৫ বছরের কম	২৩০ টাকা	২৬০ টাকা
২	১৫ বছর বা ততোধিক কিন্তু ২০ বছরের কম	২১৫ টাকা	২৪৫ টাকা
৩	২০ বছর বা ততোধিক	২০০ টাকা	২৩০ টাকা

(খ) **স্বেচ্ছায় সমর্পিত (Surrendered) অবশিষ্ট আনুতোষিক :** গ্রস পেনশনের অবশিষ্ট অর্ধেক (৫০%) একসাথে সমর্পণকারী অবসরভোগীগণ কলাম-৪ এ বর্ণিত হারের অর্ধেক হারে আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন।

২। বর্ণিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, আদেশ, স্মারক ইত্যাদি উপরোক্ত মর্মে পরিবর্তিত/সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ ০১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ. এফ. আমিন চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ মাঘ ১৪২০ /১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৫.৩২.১১৫.২০১৪-৯০—মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ১৫-৪-২০১১ তারিখের মুবি./উ.-৫/মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ফান্ড/সভা/১১৫/২০০৫/৩৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ফান্ড কমিটি সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপে পুনর্গঠন করলেন :

(ক) **কমিটির গঠন :**

সভাপতি

(১) মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব এ, কে, এম রহমতুল্লাহ, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১০

(৩) জনাব কামাল মজুমদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৫

(৪) জনাব আসলামুল হক, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৪

(৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(৬) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

(৭) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৮) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

(১০) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

সদস্য-সচিব

(১১) যুগ্ম-সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ফান্ডের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সহায় সম্পদ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ।

(খ) মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ফান্ডকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা।

(গ) **কমিটির কোরাম :**

সভাপতিসহ ০৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভায় কোরাম বিবেচিত হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মজিবর রহমান আল মামুন
যুগ্ম-সচিব।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়

আদেশ

তারিখ, ২১ জানুয়ারি ২০১৪

নং ৮০.৪০১.০৩৬.০০.০০.১৪৭.২০১৩-৬২—আদিষ্ট হয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে বেতন স্কেল নিম্নরূপভাবে ৪র্থ গ্রেড থেকে ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণের সরকারের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	বিদ্যমান বেতনস্কেল (জাঃবেঃস্কেল,০৯)	উন্নীত বেতনস্কেল (জাঃবেঃস্কেল,০৯)	মন্তব্য
(১)	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ০২(দুই) টি	টাঃ ২৫৭৫০—৩৩৭৫০ (৪র্থ গ্রেড)	টাঃ ২৯০০০—৩৫৬০০ (৩য় গ্রেড)	-

২। উল্লিখিত ০২টি পদের ব্যয় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের ০২-০৮০১-০০০১-৪৬০১ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতাদি ০২-০৮০১-০০০১-৪৭০০ নং অর্থনৈতিক কোড থেকে মিটানো হবে।

৩। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ আজিজুল হক
উপ-পরিচালক (প্রশাসন-১)।